বটিয়াঘাটা উপজেলা পরিষদের বাজার মূল্য পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ কমিটির সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতিঃ জনাব নিতাই গাইন, ভাইস চেয়ারম্যান,উপজেলা পরিষদ, বটিয়াঘাটা, খুলনা।

স্থানঃ উপজেলা পরিষদ, ভাইস চেয়ারম্যানের দপ্তর বটিয়াঘাটা, খুলনা।

তারিখঃ ০৫/০৫/২০২২ খ্রি.

সময়ঃ বেলা ১১:৩০ ঘটিকা ।

সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের তালিকা পরিশিষ্ট "ক" তে দেখানো হলো।

সভায় উপস্থিত সম্মানিত সদস্যবৃন্দকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করা হয়। অত:পর সভাপতি মহোদয়ের সম্মতিক্রমে উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও কমিটির সদস্য সচিব জানান যে, বর্তমানে মোটা ধান বাজারে ১০২০/- থেকে ১০৮০/- টাকায় ক্রয় বিক্রয় হচ্ছে এবং মোটা চালের বাজার দর ৪১-৪২/- টাকা। সোয়াবিন ও সরিষা তেলের দাম উর্দ্ধমুখী। বর্তমান বোতলজাত সোয়াবিন তেলের মূল্য প্রতি লিটার ১৯০/- হতে ১৯০/- টাকা। আটার দাম স্থিতিশীল। মশুরীর ডাল এবং চিনির দাম উর্দ্ধমুখী। বর্তমান চিনির খুচরা মূল্য ৮০/- টাকা। পেয়াজের দাম স্বাভাবিক । প্রতি কেজি দেশী পেয়াজ ৩০/- টাকা থেকে ৩৫/-টাকায় ক্রয়-বিক্রয় হচ্ছে। বটিয়াঘাটা উপজেলায় পেয়াজের তেমন আবাদ হয় না। অন্যত্র হতে এখানকার হাট-বাজারে পেয়াজ আমদানী করা হয়। এ পর্যায়ে কমিটির সম্মানিত সভাপতি মহোদয় জানান যে, খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে উপকারভোগীর সংখ্যা বাড়ালে এবং চালের পাশাপাশি আটা,তেল, চিনি সংযোজন করতে পারলে বাজার মূল্য নিয়ন্ত্রন করা সম্ভব হবে। তিনি আরো জানান যে, বাজার মূল্য যাতে নিয়ন্ত্রীত থাকে সে বিষয়ে প্রশাসনের সজাগ দৃষ্টি রাখা বিশেষ প্রয়োজন এবং করোনা মহামারীর চাপ কমে গেলেও সকল ক্রেতা-বিক্রেতা যেন স্বাস্থ্য বিধি অনুসরন করে ক্রয়-বিক্রয় করে। তাছাড়া, পবিত্র ঈদ-উল-আযহাকে সামনে রেখে কোন অসাধু ব্যবসায়ী যেন ধান-চাল এবং নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মজুদজাত করে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করতে না পারে সে বিষয়ে সকলের সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্য সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দকে পরামর্শ দেয়া হয়।

বিস্তারিত **আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্ন লিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।**

সিদ্ধান্ত ঃ

১। ব্যবসায়ীগণ বাধ্যতামূলকভাবে প্রতিটি পণ্যের মূল্য তালিকা বোর্ডে লিখিত ভাবে প্রদর্শন করবেন । কোন ভাবেই ভেজাল/মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্যদ্রব্য বিক্রি করবেন না। ভেজাল/মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্যদ্রব্য বিক্রি করতে দেখা গেলে তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।

২। ক্রেতা-বিক্রেতারা যেন স্বাস্থ্য বিধি অনুসরন করে ক্রয়-বিক্রয় করে সে বিষয়ে নিশ্চিত করতে হবে।

৩। কোন অসাধু ব্যবসায়ী যাতে পণ্যের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করতে না পারে সে বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে । মনিটরিং এর সময়ে চাল,গম,আটা,ময়দা,চিনি,লবন ও ভোজ্য তেলের আমদানী,চাহিদা ও সরবরাহের সঠিক তথ্য যাচাই করবেন।

আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সম্মাতি সদস্যবৃন্দকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

(নিতাই গাইন)
ভাইস চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ, বটিয়াঘাটা, খুলনা।
ও
সভাপতি
বাজার মূল্য পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রন কমিটি

BAZAR/RE/NOT-18